সংবাদ

তারিখ ..02 JUL 2015... পৃষ্ঠা ...১৩ কলাম....৩.....

নানা সংকটে জর্জরিত পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ১১৭ বছরে পা দিতে যাচ্ছে। বয়সের সাথে সাথে নানা সংকটও দেখা দিচ্ছে কলেজটিতে। দিন দিন কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বাড়েনি শিক্ষার সুযোগ সুবিধা। ফলাফলের দিক থেকে ভাল অবস্থানে থাকলেও কলেজটিতে আসন, আবাসন, পরিবহণ সংকটের মধ্যে চলছে কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রম। অধিকন্তু, চলতি বছর থেকে কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করেছে কলেজ প্রশাসন। যা চলমান সংকটকে আরো ঘণীভূত করবে বলে আশংকা বিশেষজ্ঞদের। ১৮৯৮ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ১৯৫৪ সালের ১ জুলাই ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৬৮ সালের ১ মার্চ জাতীয়করণ করা হয়। সময়ের সাথে সাথে বিভাগ ও শিক্ষার্থী সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, তার সংগে তাল মিলিয়ে বাড়েনি সুযোগ সুবিধা। ক্রমবর্ধমান সংকট শতাব্দী প্রাচীন এ বিদ্যাপিঠকে একটি বয়োবৃদ্ধ অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে। কলেজের ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত এর তথ্য অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা রয়েছে বাংলায় ২২৫টি, ইংরেজীতে ২৩০, দর্শনে ২২০, ইতিহাসে ২৫০, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ২৪০, অর্থনীতিতে ২৭০, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ২৭০, সমাজবিজ্ঞানে ২৭০, হিসাববিজ্ঞানে ৩০০, ব্যবস্থাপনায় ৩০০, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এ ৬৫, মার্কেটিং এ ৬৫, পদার্থ বিজ্ঞানে ১১০, রসায়নে ১৪০, গণিতে ১১০, উদ্ভিদবিদ্যায় ১৬০ ও প্রাণিবিজ্ঞানে ১৩০। আসন সংকট প্রকট থাকায় প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থীই অনার্সে ভর্তি হতে পারেন না। প্রতিটি বিভাগে আসন সংখ্যা কমপক্ষে ৩শ করা দরকার বলে মনে করছেন শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টরা। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক সংকটও চরম আকার ধারণ করেছে। কোন কোন বিভাগে মাত্র দুই একজন শিক্ষক বিভাগের কার্যক্রম চালাচ্ছেন। শ্রেণী কক্ষ সংকটে অধিকাংশ বিভাগেই ৩য়, ৪র্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। একই সঙ্গে বেহাল দশা কলেজের পরিবহন ব্যবস্থার। ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে এক হাজারের মতো ছাত্র-ছাত্রী থাকেন কলেজের ৫টি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে। আনুমাণিক ১১ হাজার শিক্ষার্থী শহরের বিভিন্ন মেসে ও আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করছেন। বাকি ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন জেলার ৯টি উপজেলা থেকে কলেজ বাস ও পাবলিক বাসে কলেজে যাতায়াত করেন। আর এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র ৪টি বাস। জেলার সাঁথিয়া, সুজানগর, ঈশ্বরদী, পাকশী, চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া রুটে ডাবল শিফটে শিক্ষার্থী পরিবহন করছে বাসগুলো। কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মেহজাবিন মৌ জানান, 'আমরা কলেজ বাস নিয়ে চরম দুর্ভোগের মধ্যে আছি। প্রাচীনতম এই কলেজে মাত্র ৪টি বাস রয়েছে। আর এ বাসগুলোর আসন সংখ্যা ৫০টি। যেখানে আমরা প্রায় ৬ থেকে ৭ হাজার শিক্ষার্থীরা কলেজ বাসে যাতায়াত করি, সেখানে মাত্র এই ৪টি বাস আমাদের জন্য কিছুই না। আর এখন প্রচন্ড গরম; এই গরমের মধ্যে মাত্র ৫০টি আসনের বাসে যেতে হয় ৩০০-৩৫০জন শিক্ষার্থীকে। এ সময় অনেক ছাত্র/ছাত্রীরা প্রচন্ড অসুস্থ্য হয়ে পরে।" কলেজের অন্যতম একটি সমস্যা আবাসন (হোস্টেল) সংকট। বর্তমানে কলেজে হোস্টেল আছে ৫টি। এর মধ্যে দুটি ছাত্রী হোস্টেল গোপী সুন্দরী দাসী হলের আসন সংখ্যা ৮০টি ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের আসন সংখ্যা ২০০টি। অপরদিকে তিনটি ছাত্র হোস্টেল শহীদ শামসুজ্জোহা মুসলিম হলে ২৫০টি, কামাল উদ্দিন হলে ১৫০টি এবং গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী হলে ৮০টি আসন রয়েছে। আর এই ৫টি হলের ৭৬০টি আসনের বিপরীতে তিনগুণ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী গাদাগাদি করে সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে অবস্থান করছেন। কলেজের উপাধ্যক্ষ জানান, বর্তমানে আমাদের কলেজে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি। তবে এসব সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে এ সমস্যা গুলো সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এসব সংকট কাটিয়ে উঠতে পারব।

> ৭ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৪টি বাস, ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে এক হাজার শিক্ষার্থী থাকেন কলেজের ৫টি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে